Vol. II, Issue-I, 2022
SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

বাংলার অবহেলিত লোকায়ত সমাজের অগ্রদূত

শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর

নৃপেন বিশ্বাস

সারসংক্ষেপঃ

ষোড়শ শতকের বাংলার নবজাগরণ ঘটেছিল শ্রী চৈতন্যদেবের মাধ্যমে। উনবিংশ শতাব্দীতে কোলকাতা কেন্দ্রীক নবজাগরণের নেতা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। এই উনবিংশ শতাব্দীতেই গ্রাম বাংলার অনগ্রসর শ্রেনীর মধ্যে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল সেই নবজাগরণের অগ্রদূত শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর।

গীতায় বলা হয়েছে যে, যখনই দেশে অধর্মের বন্যা বয়ে যায়, তখনই একজন মহাপুরুষ এসে মানব সমাজকে সঠিক পথে চালিত করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর তেমনই উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলাদেশে যখন অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রভৃতি অনাচারে বাঙালি সমাজ তথা ভারতীয় সমাজ জীবন নিপীড়িত হচ্ছিল তখনই আবির্ভূত (১৮১২-১৮৭৮) হয়ে ভারতকে নতুন পথে পরিচালিত করার সঠিক নির্দেশ দিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর তার দেখানো পথেই বাংলার অনগ্রসর শ্রেনীর মধ্যে নবজাগরণ সৃষ্টি করেছিল।

বিভিন্ন কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে হরিচাঁদ ঠাকুর মতুয়া সামাজ নামে এক সম্প্রদায় তৈরি করেন এবং অনগ্রসর ও নিপীড়িত মানুষকে মুক্তির পথ দেখান। তাঁর মতাদর্শ দ্বাদশ আজ্ঞা নামে পরিচিত।এই আজ্ঞা গুলি হল- ১) সদা সত্য কথা বল। ২) পরস্ত্রীকে মাতৃ জ্ঞান কর। ৩) মাতা পিতাকে ভক্তি কর। ৪) জগতকে প্রেম দান কর। ৫) চরিত্র পবিত্র ব্যক্তির প্রতি জাতিভেদ কর না। ৬) ষড়রিপুর নিকট সাবধান থাকিবে। ৭) কাহারও ধর্ম নিন্দা করিও না। ৮) বাহ্য অঙ্গ সাধুসাজ

ত্যাগ কর। ৯) হাতে কাজ মুখে নাম কর। ১০) শ্রীহরি মন্দির প্রতিষ্ঠা কর। ১১) ঈশ্বরকে আত্মদান কর। ১২) দৈনিক প্রার্থনা কর। এই আজ্ঞা গুলি বৌদ্ধ দর্শনের পঞ্চশীল ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ এর অনুরূপ। এই দ্বাদশ আজ্ঞা ছাড়ও তাঁর অন্যতম আদর্শ হচ্ছে "জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা"। জীবকে সেবা করলেই ভগবানকে সেবা করা হয়। এটা হচ্ছে তাঁর অন্যতম আদর্শ।

স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন "জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর"। শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের মতে জীবকে সেবা করলেই ঈশ্বরকে সেবা করা হয়। এই জন্য তাঁর পুত্র শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, অনগ্রসর মানুষকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া, সরকারি চাকুরীতে প্রবেশ করানো প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে জীবসেবার মহান আদর্শ আমাদের সামনে রেখে গিয়েছেন। শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের সুদূরপ্রসারি ও বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা শুধু ভারতবর্ষের অনগ্রসর শ্রেনীকে নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীকে যে পথ দেখাতে সক্ষম তা তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

সূচকশব্দ: নবজাগরণ, দলিত, মতুয়া, সংস্কার ।